সংবাদ কাগজ

তারিখ 20 JAN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

04

আওয়ামী লীগ কাল হরতাল ডেকেছে

দু'টি কলেজে সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংঘর্ষে খুলনায় ২৫ জন আহত

শেখ আবু হাসান ঃ খুলনায় দু'টি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার সকাল থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় ২৫জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদলের ছাত্রী মিছিলে প্রতিপক্ষ হামলা চালালে ৬ জন ছাত্রী আহত হয়েছে। সন্ধ্যায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। শহরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। দু'টি কলেজেই ছাত্রদল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ কাল মঙ্গলবার হরতাল ডেকেছে। গতকাল সকালে এম, এম সিটি কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ১১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে সর্বত্র সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুড়ি ও লাঠিসোটা নিয়ে হামলায় ছাত্রলীগের ৩ জন কর্মী মানিক, শামীম ও জুয়েল গুরুতর আহত হয়। এদেরকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষে ছাত্রদলের কর্মী শামসু, শের আলী, আলতাফ, মেজবাহউদ্দিন ও মিঠুসহ আরো কয়েকজন কর্মী আহত হয়। এদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সংঘর্ষের আতংকে কলেজে ভোট গ্রহণে ব্যাঘাত হয় এবং নিরীহ ছাত্ররা কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। সংঘর্ষের পর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচনে ১৯৪৬ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ৮শ' ৫১ জন ভোট দিয়েছে। সংসদে ছাত্রদল পুরো প্যানেলে জয়লাভ করেছে।

এদিকে বয়রা গার্লস কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল ব্যাপক বিজয় লাভ করায় সন্ধ্যায় ছাত্রীরা বাস-ট্রাক সহকারে শহরে বিজয় মিছিল বের করে। মিছিলটি হাদিস পার্কের কাছাকাছি আসলে ছাত্রলীগ কর্মীরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ও লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। এতে ছাত্রদল কর্মী সাহারা পারভীন, রুনা শেখ, শিরিন আখতার, জেসমীন আনোয়ার ও দিল আফরোজ আহত হয়।

ছাত্রী মিছিলে হামলার ঘটনায় শহরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ছাত্রদল কর্মীরা সংগঠিত হয়ে শংখ মার্কেটে স্থানীয় আওয়ামী কার্যালয়ে হামলা চালায়। হামলার সময় আসবাবপত্র, শেখ মুজিব, জাতীয় চার নেতা ও শেখ হাসিনার ছবি ভাঙচুর করা হয়। পরে কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ সময় আশপাশে পুলিশ মোতায়েন করা থাকলেও তারা কোনো ভূমিকা নেয়নি। এরপর ছাত্রলীগ কর্মীরা খুলনায় অবস্থানরত শিল্পমন্ত্রীর গাড়িতে ও মেয়রের গাড়িতে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে। এতে মেয়রের গাড়ির

পরে রাত ৮টায় স্থানীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগ নেতারা এক সংবাদ সম্মেলন ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেন।